বিবাহ রেজিস্ট্রেশন

বিবাহ রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক না হলেও আজকের দিনে আইন ও আদালতে, পাসপোর্ট অফিসে, লাইফ ইন্সিওরেন্স ও বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে সর্বত্র পারিবারিক অধিকার প্রমাণের জন্য এবং বিবাহ ও সন্তানের বৈধতা সাব্যস্তের জন্য এটি একান্ত প্রয়োজনীয়।

নিকটবর্তী সরকারী রেজিস্ট্রেশন অফিস ও ম্যারেজ রেজিস্ট্রারদের সাথে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মনে রাখবেন

আপনার স্বার্থেই পরিবারের প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধভুক্ত করা অবশ্য কর্তব্য

ব্যবহারিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই জন্ম বা মৃত্যুর প্রমাণপত্র একান্ত প্রয়োজন।

ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তির সময়, চাকুরীর দরখাস্তের জন্য, পাসপোর্ট করাবার ক্ষেত্রে এবং জীবনবীমা করার জন্য জন্মের প্রমাণপত্র অবশ্যই প্রয়োজন।

ঠিক তেমনি বীমা ও পেনসন সংক্রান্ত গোলযোগের নিষ্পত্তি ঘটাতে কিংবা সম্পত্তি ঘটিত দাবীর নিষ্পত্তির জন্য মৃত্যুর তারিখ ও প্রকৃতি সঠিকভাবে প্রতিপন্ন করতে মৃত্যুর প্রমাণপত্র আবশ্যক।

প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিকটবর্তী রেজিস্ট্রেশান কেন্দ্রে জানাতে হবে।

শহর হলে পুরসভা বা কর্পোরেশন অফিস এবং গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা রুর‍্যাল পাবলিক হেলথ সার্কেলে জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্ত করাতে পারেন।

শহরে জন্মের সাত দিন ও মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে, গ্রামাঞ্চলে জন্মের চৌদ্দ দিন ও মৃত্যুর সাত দিনের মধ্যে তা নিবন্ধভুক্ত করা আবশ্যক।

মনে রাখবেন প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধভুক্ত করা বাধ্যতামূলক।

সময়মত নথিভুক্ত করলে সার্টিফিকেটের একটি কপি বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

UPCO/A/84

লিগ্যাল এইড বা আইনগত সাহায্য ব্যবস্থা

এই সাহায্য ব্যবস্থা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের যে কোন নাগরিক যাঁর মোট বার্ষিক আয় গ্রামাঞ্চলে পাঁচ হাজার টাকা অথবা শহরাঞ্চলে সাত হাজার টাকা তাঁরা তাঁদের মামলা পরিচালনার জন্য উকিলের ফি সহ মামলার যাবতীয় খরচা বাবদ সরকারী সাহায্য পেতে পারেন। তাঁদের আয় সম্পর্কে একটা সার্টিফিকেট দরকার। পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পৌর সদস্য, জেলা পরিষদের সভাধিপতি বা সদস্য, এম এল এ, এম পি এঁরা যে কেউ সার্টিফিকেট দিতে পারেন।

আয় সংক্রান্ত সার্টিফিকেট নিয়ে জেলা শাসক / মহকুমা শাসক / ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক অথবা জেলা বা মহকুমা আইনগত সাহায্য অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থমেলা

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলা বিগত ৮ বছরে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে সরকার রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি, ক্যালকাটা পাবলিশার্স গিল্ড এবং বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠনের উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে রাজ্য গ্রন্থমেলাও তার গুণগত ও গণতান্ত্রিক পরিসর বাড়াতে পেরেছে।

শিক্ষা ছাড়া গণতন্ত্র অর্থহীন। গ্রন্থাগার সকল শিক্ষা চাহিদার অন্যতম সহযোগী। সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যদি বৃহত্তর জনগণের কাছে সম্প্রসারিত না হয়, তাহলে এই আন্দোলনের গতি ব্যাহত হয়ে পড়তে বাধ্য। জনগণের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেবার পরিকল্পনা নিয়ে অতীতের সংকীর্ণ পরিসর ভেঙে এ রাজ্যে মোট ২৪২১টি গ্রন্থাগার ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের মোট গ্রন্থাগারের এ হল ২১·৪ শতাংশ।

আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলা তার অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যে বাস্তব গণসংযোগের আস্বাদ লাভ করেছে, তা হল—গ্রন্থমেলা। যাঁরা নিয়মিত পুস্তকপাঠে অভ্যস্ত নন এমন মানুষেরাও মেলায় বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য মণ্ডপ এবং জনসমাবেশের আকর্ষণে মেলায় আসেন, কিছু কিছু বইও ক্রয় করেন। ধর্মীয় কুসংস্কার, গোঁড়ামি সাম্প্রদায়িকতা এবং বিচ্ছিন্নতার অপশক্তিকে পরাস্ত করে গ্রন্থমেলা আত্মশিক্ষার সহায়ক হয়ে ওঠে।

বিগত কয়েক বছরের লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, গ্রন্থমেলার ফলে পুস্তকের চাহিদা পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রন্থমেলা শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক মানুষের আত্মীয়তা গড়ে তোলবার উপযুক্ত মাধ্যম বলে এ রাজ্যের অভিজ্ঞতা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Rs. Three Only

Editor : SAROJ MUKHOPADHAYA
Office : Muzaffar Ahmad Bhaban, 31, Alimuddin Street, Calcutta-16